"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে, ঘরে যেতে হবে সেইজন্য এই শরীররূপী বস্ত্রকে ভুলতে থাকো, নিজেকে অশরীরী আত্মা মনে করো"

*প্রশ্নঃ - কোন্ ওয়ান্ডারফুল খেলা সঙ্গমেই হয়ে থাকে, অন্য যুগ গুলিতে হয় না ?

*উত্তরঃ - বিচ্ছেদ (Divorce) করে দেওয়ার। রাম, বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন রাবণের থেকে, রাবণ আবার রামের থেকে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়। এ হলো অতি ওয়ান্ডারফুল (বিস্ময়কর) খেলা। বাবাকে ভুলে যাওয়ায় মায়ার গোলা (গুলি) লাগে। সেইজন্য বাবা শিক্ষা দিয়ে থাকেন - বাচ্চারা, নিজের স্বধর্মে টিকে থাকো, দেহ-সহ দেহের সব ধর্মকে ভুলে যাও। যত বেশী সম্ভব স্মরণ করার পুরুষার্থ করতে থাকো। দেহী-অভিমানী হও।

*গীতঃ- যে পিয়ার (প্রিয়তমের) সাথে থাকে, তার জন্য বরিষণ থাকে....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা পুরুষার্থের নম্বরের ক্রমানুসারে গান শুনেছে। প্রত্যেক কথাতেই নম্বরের অনুক্রমে বলা হয়ে থাকে, কারণ এ হলো কলেজ অথবা ইউনিভার্সিটি বলো, সাথে সাথে এ হলো প্রকৃত সত্যের সঙ্গও। সত্য বলা হয় একজনকেই। তিনি একবারই আসেন। এখন এই সময়ে তোমরা সত্যিকারেই বলে থাকো যে আমরা সত্যের সঙ্গে রয়েছি। তোমরা ব্রাহ্মণেরাই সেই সত্য বলা জ্ঞান-সাগরের সম্মুখে বসে রয়েছো। গাওয়া হয়ে থাকে -- যে পিয়ার সাথে রয়েছে তাদের জন্য এ হলো জ্ঞানের বর্ষণ। পিয়ার বলা হয় বাবাকে । বাচ্চারা, তোমাদের সামনে এ হলো পিয়ার জ্ঞানের বর্ষণ। বাচ্চারা, তোমরা জানো অবশ্যই জ্ঞান-সাগর, পতিত-পাবন এখন আমাদের সামনে রয়েছেন। আমরা পতিত থেকে পবিত্র, কাঁটা থেকে ফুলে পরিনত হতে চলেছি। ফুল হয়ে গেলে তখন এই শরীর থাকবে না। কুঁড়িও ধীরে-ধীরে ফুটতে থাকে। ঝট করে প্রস্ফুটিত হয় না। ফুটতে ফুটতে তারপর কমপ্লিট ফুলে পরিণত হয়। এখন কেউই কমপ্লিট ফুল নয়। তখন তো কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যায়। দেহী-অভিমানী তো অন্তিমেই হতে হবে। এখন তোমাদের সকলের পুরুষার্থ চলছে। বাবা হলেন পারলৌকিক পিতা। এই দুজনেই হলো সঙ্গমযুগের অলৌকিক মাতা-পিতা। কেউ কাঁটাও হয়, কেউ কুঁড়িও হয়। কুঁড়ি ফুটতে সময় লাগে। নম্বরের অনুক্রমে তোমরা সকলেই হলে কুঁড়ি, ফুলে পরিণত হতে চলেছো। কেউ ভালভাবে প্রস্ফুটিত হয়, কেউ আধা। একদিন অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হবে। বাগান তো রয়েছে, তাই না ! তোমরা জানো যে আমরা কাঁটার থেকে কুঁড়ি তো হয়েছি, তারপর ফুলে পরিনত হতে চলেছি, পুরুষার্থ করছি। কেউ তো কুঁড়িতেই শেষ হয়ে যায়, কেউ আবার একটু ফুটে শেষ হয়ে যায়। মায়ার অতি ভয়ানক তুফান আসে। সেন্টার খুলেও কেউ-কেউ শেষ হয়ে যায়, পতন হয়ে যায়। মায়াও হলো অতি শক্তিশালী। এ হলো দড়ি টানাটানি -- রাম এবং রাবণের। রাম-রাম বলা হয়ে থাকে। এইরকম নয় যে ত্রেতার রামকে স্মরণ করে। এরা রাম-রাম পরমাত্মার উদ্দেশ্যে বলে থাকে। রাবণের সঙ্গে রামের তুলনা হয়। রাম হলেন বাবা, রাবণ হলো শত্রু মায়া, মায়াও হলো অতি শক্তিশালী। এই খেলা হলো একে-অপরকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার। রাম মায়া-রাবণের থেকে তোমাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়। মায়া পুনরায় বাবা রামের থেকে তোমাদের বিচ্ছিন্ন করে। বাবা বলেন -- দেহ-সহ যে'সকল সম্বন্ধ দেহের রয়েছে, সবকিছু বুদ্ধি থেকে দূর করো। সর্ব ধর্মানি..... আমি হলাম অমুক, অমুক ধর্মের -- এ'সব ভুলে নিজের স্বধর্মে টিকে থাকো। দেহের সব ধর্মকে ত্যাগ করে নিজেকে একা মনে করো। আমার হয়ে যাও আর আমাকে স্মরণ করো। বাবাকে ভুললে মায়ার গোলা লেগে যাবে। বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ অতিমাত্রায় করতে থাকো। মায়া অত্যন্ত শক্তিশালী। বাবার হয়ে গিয়েও আবার মায়া বিচ্ছিন্ন করে বাবার থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। বাবাকে কেউই যেন ছেড়ে না দেয়। অর্ধেক-কল্প ধরে তোমরা আমায় স্মরণ করে এসেছো। তোমরাই তো হলে সম্পূর্ণরূপে ভক্ত, তাই না ! ভক্তিও তোমরাই শুরু করেছো। সেইজন্য বাবা এসে মায়াকে পরিত্যাগ করায়। তিনি বলে থাকেন -- নিজেকে আত্মা মনে করো। এই বস্ত্রকে(দেহকে) ভুলতে থাকো। ব্যস, এখন আমাদের যেতে হবে। ওই নাটকেও অ্যাক্টর্স থাকে। তাদেরও জানা থাকে -- ব্যস্, এখন ৫-১০ মিনিট পর আমাদের খেলা(নাটক) সম্পূর্ণ হওয়ার সময় হয়ে এসেছে, তারপর আমরা ঘরে চলে যাব। খেলা সম্পূর্ণ হওয়ার সময় এ'কথা বুদ্ধিতে থাকে, শুরুতে নয়। তোমরাও বোঝ, আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। কত সময় বাকি থাকবে ? তোমরা বলবে আমরা কবে স্বর্গ বা সুখধামে যাব ? কিন্তু বাবা বলেন এই লাইফকেই ভ্যালুয়েবল, অমূল্য বলা হয়ে থাকে। তোমরা শ্রীমতানুসারে অতি মহান সার্ভিস করে থাকো। কেবল তোমরা পান্ডবেরা শ্রীমতানুসারে চলো। গীতা ইত্যাদিতে এই কথা নেই। এই বাবা অনেকই শাস্ত্রাদি পড়েছেন, গুরু করেছেন। যে সকল অ্যাক্টরদের অ্যাক্টিভিটিজ (কার্যকলাপ) রয়েছে, তদের সকলকেই তোমরা জানো। শাস্ত্র তো পরে বসে বানানো হয়। ওরা কি জানবে ? এই খেলাও ড্রামায় নির্ধারিত হয়েই রয়েছে। গীতা, ভাগবত

ইত্যাদি সব আপন আপন সময়ে রিপিট হবে। গীতা হলো মাতা-পিতা। গীতাকে মাতা বলা হয়। আর কোনো পুস্তককে মাতা বলা হবে না। এর নামই হলো গীতা মাতা। আচ্ছা, একে কে রচনা করেছে ? সর্বপ্রথমে পুরুষ স্ত্রীকে অ্যাডপ্ট করে, তাই না ! পুরুষ বিবাহ করে তখন মুখে বলে যে এ হলো আমার স্ত্রী। তাহলে রচয়িতা হয়ে গেল, তাই না ! তারপর তাদের মাধ্যমে সন্তানাদি হয় তখনও বলবে, এ হলো আমাদের। বাচ্চারাও বলবে -- এ হলো আমাদের বাবা। তোমরাও হলে বাবার মুখ- বংশজাত। তোমরা বলো -- বাবা, আমরা হলাম তোমার। এতখানি সময় ধরে আমরা মায়ার মতে চলে থেকেছি। এখন আমরা তোমার মতানুসারে চলবো। মায়া মুখে কোনো মত প্রকাশ করে না, কাজই এমন করে। এখানে তো বাবা বসে মুখের মাধ্যমে বুঝিয়ে থাকেন।

তোমরা সকলেই হলে ভারতবাসী। তোমরা জানো যে ভারতই মাথার মুকুট ছিল। এখন দ্বি-মুকুট নেই। না হোলী (পবিত্র), না আনহোলী (অপবিত্র)। গাওয়া হয়ে থাকে -- হার হোলীনেস, হিজ হোলীনেস। নারী-পুরুষ দু'জনকেই বলা হয়। সন্ন্যাসীদের হিজ হোলীনেস বলে। কিন্তু সেটা প্রবৃত্তি মার্গ নয় । প্রবৃত্তিমার্গে তো স্ত্রী-পুরুষ দু'জনই পবিত্র থাকে। সে তো সত্যযুগে দু'জন পবিত্র থাকেই। যাকে কমপ্লিট পবিত্র বলা হয়ে থাকে। আত্মা আর শরীর দুই-ই পবিত্র থাকে। এখানে পতিত দুনিয়ায় দুইটিই পবিত্র হতে পারেনা। তাহলে এখন তোমরা বাবার সম্মুখে শুনছো, যাকে জ্ঞান বর্ষণ বলা হয়ে থাকে। ওটা হলো বিষের বর্ষণ, এ হলো জ্ঞান অমৃতের বর্ষণ। গাওয়াও হয়ে থাকে, তাই না ! -- অমৃত ত্যাগ করে বিষ কেন পান করছো। তোমাদের এখন জ্ঞান অমৃত প্রাপ্ত হচ্ছে। ভক্তিমার্গে তো এমন-এমনিই কেবল গাইতে থাকে। এখন তোমরা প্রাক্টিক্যালে(বাস্তবে) জ্ঞান অমৃত পাও, এর থেকেই অমৃতসর নামকরণ হয়েছে। এ হলো জ্ঞান অমৃতের সরোবর, একে জ্ঞান মানস-সরোবর বলা হয়ে থাকে। জ্ঞান সাগরও রয়েছে। কেউ হলো নদী, কেউ হলো ক্যানেলস্, কেউ হলো ডোবা। নম্বরের অনুক্রম তো রয়েছে, তাই না? বাচ্চারা বুঝে গেছে, কল্প-পূর্বেও বাবা বুঝিয়েছিলেন পুনরায় এখন বোঝাচ্ছেন। তোমরা নিশ্চয় করে থাকো যে আমরা বাবার কাছ থেকে রাজযোগ শিখছি। যার দ্বারা কল্প-পূর্বেও আমরা স্বর্গের মালিক হয়েছিলাম। প্রজাও বলবে -- আমরা হলাম মালিক। ভারতবাসীরা বলে, তাই না! -- আমাদের ভারত সবথেকে উঁচু ছিল। আমাদের ভারত সবথেকে নিচু হয়ে গেছে। আমাদের ভারত অত্যন্ত শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, এখন আমাদের ভারত অতি ভ্রষ্টাচারী হয়ে গেছে। আর কোনো ভূখণ্ডের উদ্দেশ্যে এরকম বলা হবে না। সকল ধর্মাবলম্বীরাই জানে যে ভারত প্রাচীন ছিল তখন আমরা ছিলাম না। সত্যযুগে অবশ্যই কেবল ভারতবাসীরাই ছিল। গাওয়াও হয়ে থাকে -- খ্রাইস্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে ভারতই ছিল, আর কোনো ধর্ম ছিল না। নতুন দুনিয়ায় নতুন ভারত ছিল। এখন হলো পুরোনো ভারত। ভারত হেভেন ছিল। কিন্তু কারোর বুদ্ধিতে সম্পূর্ণরূপে বসে না। এ হলো অত্যন্ত সহজভাবে বোঝার মতন কথা। বাবা তোমাদের বোঝাচ্ছেন। তোমরা প্র্যাকটিকালে কর্তব্য করছো? পুরুষার্থের নম্বরের অনুক্রমে সত্যিকারের ব্যাস হতে হবে। প্রকৃত গীতা শোনাতে হবে। তোমাদের তো কোনো পুস্তকাদি হাতে তুলতে হবে না। তোমরা হলে রূপ-বসন্ত। তোমাদের আত্মা বাবার থেকে গীতার জ্ঞান শোনে। তোমাদের বুদ্ধিতে অদ্বিতীয় বাবাই রয়েছেন, আর কোনো গুরু-গোঁসাই, সাধু-সন্ত ইত্যাদিরা তোমাদের বুদ্ধিতে নেই। তোমরা বলবে -- আমরা জ্ঞানসাগর পরমপিতা পরমাত্মার থেকে শুনি, যাঁকে সৎ শ্রী অকাল বলা হয়ে থাকে। অকালীরা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলে থাকে সৎ শ্রী অকাল...।

বাচ্চারা, এখানে তোমরা জ্ঞান ডান্স করে থাকো, সেইজন্য বলা হয়ে থাকে, সৎ হলে তবে খুশিতে নাচতে থাকো (সচ্ তো বিঠো নাচ), তারপর তোমরা ওখানে গিয়ে রাসলীলা করবে। মীরাও ধ্যানে রাস ইত্যাদি করতো। কিন্তু সে ভক্তি করেছিল, তোমরা কোনো ভক্তি করো না। দিব্য দৃষ্টিদাতা বাবা স্বয়ং তোমাদের পড়াচ্ছেন। অনেক বাচ্চারা সাক্ষাৎকার করতে থাকে তখন মানুষ মনে করে -- এতো হলো জাদু। বাচ্চারা পড়ার সময় ঘুরতে-ফিরতে থাকে (সূক্ষ্ম লোকে), তাই না ! তোমাদের জন্য এ হলো খেলাধুলা। এ কোনো সাবজেক্ট নয়, এর কোনো মার্কস নেই। খেলাধুলার মার্কস হয় না। এখানেও যারা এই খেলাধুলা করতে থাকে, তারা জ্ঞানের মার্কস প্রাপ্ত করতে পারে না। এ হলো খেলাধুলো, একে অব্যক্ত খেলা বলা হয়ে থাকে। ও'টা হলো ব্যক্ত খেলা, এ'টা হলো অব্যক্ত খেলা। রাস ইত্যাদি যারা করে তাদের কোনো মার্কস প্রাপ্ত হয় না । সেইজন্য বাবা বলেন -- ধ্যানের থেকে জ্ঞান হলো ভালো, শ্রেষ্ঠ। ধ্যান তো হলো কেবল এইম অবজেক্টকে সাক্ষাৎকার করা। এ হলোই রাজযোগ। এইম অবজেক্ট বুদ্ধিতে রয়েছে। ওরা তো এই চোখের দ্বারা দেখে -- আমরা অমুক হবো। এখানে এ হলো তোমাদের ভবিষ্যতের এইম অবজেক্ট। প্রিন্স-প্রিন্সেস হতে হবে। তারপর তোমরা মহারাজা-মহারানী হয়ে যাও। এইম অবজেক্ট ব্যতীত যদি কেউ কলেজে বসে তাহলে তাকে কি বলবে ? ভারতে আর যে'সব সৎসঙ্গ রয়েছে তাতে কোনো এইম অবজেক্ট নেই। একে ইউনিভার্সিটিও বলতে পারো, পাঠশালাও বলতে পারো। সৎসঙ্গ-কে কখনো পাঠশালা বলা হয় না।

বাচ্চারা, তোমরা জানো আমরা পতিত-পাবন গডফাদারলী ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে থাকি। সমগ্র ইউনিভার্সিটিকে তোমরা পবিত্র স্বর্গে পরিণত করো। নিজের জন্যই এই ইউনিভার্সকে স্বর্গে পরিণত করো, যে বানাবে সেই আবার রাজ্য করবে। এরকম তো নয়, সকলেই স্বর্গের মালিক হবে। যারা সম্পূর্ণরূপে নরকবাসী হয়ে গেছে, যারা দ্বাপর থেকে ভক্তি করেছে তারাই স্বর্গবাসী হবে। বাকি সমস্ত মানুষ সর্ষের মতো পিষে গিয়ে শেষ হয়ে যাবে। আত্মারা বাবার কাছে ফিরে যাবে। কত বড় বিনাশ ঘটবে। এখন তো অনেক প্রজা রয়েছে। বসে বসে কত গুনবে? সঠিকভাবে গুনতে পারা যায় না। দুনিয়ায় কত মানুষ রয়েছে। এরা সকলেই শেষ হয়ে যাবে। বাচ্চাদের বেনিয়ান ট্রি-র উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। কলকাতায় অনেক বড় বৃক্ষ রয়েছে, যার কান্ডটি (ফাউন্ডেশন) আর নেই, এছাড়া সমগ্র বৃক্ষই দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখন দেবী-দেবতা ধর্মও রয়েছে কিন্তু তার নাম প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এইরকম বলবে না যে ফাউন্ডেশনই নেই, পঁচে(নষ্ট) যাওয়া কিছু না কিছু চিহ্ন তো থাকবে, তাই না ! প্রায় বিলুপ্তের অর্থই হলো কিছু অবশিষ্ট রয়েছে। চিত্র রয়েছে। ভারতে লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করতেন। এ তো অতি সহজ কিন্তু মায়া-রাবণ তালা লাগিয়ে দেয়। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন বুদ্ধিমানেদের বুদ্ধি। মানুষের বুদ্ধি আছে কিন্তু তালা লাগানো রয়েছে। প্রস্তরবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন বাবা তোমাদের পুনরায় পারশবুদ্ধির বানিয়ে দেন। আত্মাকে বানান। বুদ্ধি তো আত্মায় থাকে। বলা হয়ে থাকে, তাই না! -- তুমি তো হলে পাথরবুদ্ধির, মহিষের মতন বুদ্ধি (মোটা বুদ্ধির)। এখানেও হলো এইরকম। যাকিছুই বোঝাও বোঝেনা, শ্রীমতানুসারে চলে না। শ্রীমৎ তো সদাই বলে -- বাচ্চারা, অন্ধের লাঠি হও। শুনতে হবে আর তারপর শোনাতে হবে সেইজন্য সার্ভিস করতে দূর-দূরান্তে যেতেও হয়। এক জায়গায় বসে যাওয়া উচিত নয়।

এখন তোমরা জ্ঞান আর যোগ শিখছো। এখানে তোমরা শিববাবার সম্মুখে বসে রয়েছো। সহজ রাজযোগ শিখছো -- উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য। তোমরা এসেছো বিষ্ণুপুরীর রাজধানী নেওয়ার জন্য। বিষ্ণুর বিজয়মালা রচিত হবে। এখন তোমরা ড্রামার রহস্যকে ভালোভাবে বুঝে গেছো। তোমরা জানো অবশ্যই ডিটি সভরেন্টি (দৈবী সার্বভৌমত্ব) ছিল। সত্যযুগের শুরুতে রাজা-রানী ছিল। এখন কলিযুগের শেষে তো কেউই রাজা-রানী বলতে পারে না। কিন্তু গভরমেন্টকে সাহায্য করলে তখন আবার মহারাজার টাইটেল পেয়ে যায়। সেই গভর্নমেন্টও টাইটেল প্রদান করতো রায়-সাহেব, রায়-বাহাদুর ইত্যাদি। এখন তো তোমাদের প্রাক্টিক্যালী বড় টাইটেল প্রাপ্ত হচ্ছে। তোমরা হার হোলীনেস, হিজ হোলীনেস মহারাজা-মহারানী হবে। তোমাদের ডবল তাজ (দ্বি-মুকুট) থাকবে। প্রথমে হয় হোলী(পবিত্র) রাজ্য, তারপর হয় আনহোলী (অপবিত্র) রাজ্য। এখন আবার আনহোলী, নো রাজ্য। এ হলো প্রজার উপর প্রজার রাজ্য। ড্রামাকে বুঝতে হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) রোজ জ্ঞান অমৃতের মান-সরোবরে স্নান করে আত্মা এবং শরীর দুটিকেই পবিত্র করতে হবে। মায়ার মত ত্যাগ করে বাবার মতে চলতে হবে।

২) এ হলো অমূল্য সঙ্গমের সময়, এই সময়ে শ্রীমতানুসারে চলে সার্ভিস করতে হবে। প্রকৃত ব্যাস (ব্যাসদেব) হয়ে সত্যিকারের গীতা শুনতে এবং শোনাতে হবে। রূপ-বসন্ত (জ্ঞানী-যোগী) হতে হবে।

বরদানঃ- অনেক প্রকারের অগ্নি থেকে সুরক্ষিত থাকা আর সকলের সুরক্ষাকারী প্রকৃত দয়াশীল ভব

আজকের মানব অনেক প্রকারের আগুনে জ্বলছে, অনেক প্রকারের দুঃখ, চিন্তা, সমস্যা..... বিভিন্ন প্রকারের এইরকম চোট যা আত্মাদের আঘাত করে, জীবিত থেকেও এই আগুনে জ্বলার অনুভব করায়। কিন্তু তোমরা এমন জীবন থেকে বেরিয়ে শ্রেষ্ঠ জীবনে এসে গেছো, তোমরা শীতল সাগরের উপকণ্ঠে বসে রয়েছো। অতীন্দ্রিয় সুখ, শান্তির প্রাপ্তিতে সমাহিত হয়ে রয়েছো, সেইজন্য দয়াশীল হয়ে অন্য আত্মাদেরকেও অনেক প্রকারের আগুন থেকে সুরক্ষিত করো। অলি-গলিতে জ্ঞান-স্থান (জ্ঞান প্রদানের জায়গা) বানিয়ে সকলকে ঠিকানা দিয়ে দাও।

স্লোগানঃ- যাদের অদ্বিতীয় বাবার সঙ্গেই সত্যিকারের ভালোবাসা রয়েছে, তাদের কাছে অশরীরী হওয়া সহজ ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;